দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 18 APR 1987
পৃষ্ঠা 2 কলাম 3

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

042

চতুরঙ্গ

সুহৃদ

একটা সময় ছিল, স্কুল-কলেজের সরকারীকরণ সহজে কেউ মেনে নিতে চাইতেন না। না শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী। না ছাত্র-ছাত্রী। না অভিভাবকবৃন্দ। সবাই ধরে নিতেন, সরকারীকরণের পেছনে নিশ্চয়ই একটা ষড়যন্ত্র আছে।

একটা ঘটনা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, ১৯৬৮ সালে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ কলেজকে সরকারী কলেজে রূপান্তরিত করা হয়। সরকারের এই কার্যক্রমের বিরুদ্ধে তখন ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকসহ সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষ থেকে প্রবল প্রতিবাদ উত্থাপিত হয়। জগন্নাথ কলেজের সরকারীকরণ প্রচেষ্টাকে ঢালাওভাবে অভিহিত করা হয় একটা চক্রান্ত হিসাবে। সে সময়কার রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবী এবং ছাত্র সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছন্দ এবং শিক্ষার এক দীর্ঘ ঐতিহ্যের অধিকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জগন্নাথ কলেজের সরকারীকরণের একটাই উদ্দেশ্য রয়েছে, তা হল কলেজটির প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের ধারা সমূলে নস্যাৎ করা এবং শিক্ষা পরিবেশে সরকারী রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করা। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, তখন জগন্নাথ কলেজের সরকারীকরণ প্রসঙ্গে এই ধারনাই নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছিল। সে সময় প্রতিবাদস্বরূপ কলেজের যে তিনজন অধ্যাপক ইস্তফা দেন তাঁদের মধ্যে দুজন হলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যশস্বী অধ্যাপক পরলোকগত শ্রী অজিত কুমার গুহ এবং বাংলা একাডেমীর পরিচালক পদে বর্তমানে কার্যরত জনাব শামসুজ্জামান খান। তৃতীয় ব্যক্তি এই নিবন্ধকার নিজে। সরকারী কলেজে চাকরি না করার সিদ্ধান্তের পেছনে আমার ছিল একটিই বিবেচনা—সরকারী কলেজের শিক্ষক হিসাবে লেখার স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না।

লেখার সেই স্বাধীনতা সরকারী কলেজের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পরও কি পেয়েছি? অথবা স্বাধীনতা অর্জন ও প্রয়োগ করার মতো কোন যোগ্যতারই কি আমি অধিকারী? এই দুটি সাংঘাতিক প্রশ্নের জবাব এখনো আমার জানা নেই। আমার কোনো ব্যাখ্যা বা কৈফিয়ত আলোচনার জন্যও বর্তমান প্রসঙ্গ নয়। সময়ের বর্তমান ভিতে দাঁড়িয়ে পেছনকার প্রায় দুই দশকের বাস্তবতা ও পরিস্থিতি যাচাই করে শুধু একটা কথাই মনে করতে পারছি এই মুহূর্তে, তা হল, সময় কত দ্রুত পাল্টে যায়। এককালে স্কুল-কলেজের সরকারীকরণ সহজে কেউ মেনে নিতে পারতেন না। আর এখন ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত বাদ দিলে প্রতিটি বেসরকারী স্কুল-কলেজেরই চেষ্টা ও লক্ষ্য সরকারীকরণ প্রক্রিয়ার অংশে পরিণত হওয়া। সময় ও দৃষ্টিভঙ্গীর কী আশ্চর্য পরিবর্তন!

গত ২রা এপ্রিল প্রবীণ শিক্ষাবিদ আলহাজ্ব রিয়াজউদ্দিন আহমদের এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলাম ময়মনসিংহ শহরে। প্রিন্সিপাল রিয়াজউদ্দিন আহমদ এমন একজন ব্যক্তি—যিনি তাঁর আদর্শের সাথে কোনদিন আপোষ করেননি। নিজের ছেলেকে পর্যন্ত পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য কলেজ থেকে বের করে দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি নাসিরাবাদ ওল্ড স্কীম মাদ্রাসার প্রধান হিসাবে কাজ শুরু করেছিলেন এবং কোনরকম সরকারী অনুদান বা বড় ধরনের দাতব্য সাহায্য ব্যতিরেকে অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার বলে ওল্ড স্কীম মাদ্রাসাকে নিউ স্কীম মাদ্রাসা, নিউ স্কীম মাদ্রাসাকে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং ইন্টারমিডিয়েট কলেজকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রীর এক বিশাল কলেজে রূপান্তরিত করেন। আমাদের সময়ে এতো বড় শিক্ষা সংগঠক এবং পরিচালক বাস্তবিকই কম আছেন। এই প্রবীণ অধ্যক্ষকেই সেদিন কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। অনুষ্ঠানে কলেজের একজন প্রাক্তন অধ্যাপক হিসাবে উপস্থিত হয়ে যে আনন্দ পেয়েছি তা অনেকটাই আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি-উপলব্ধির ব্যাপার। তবে সেই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যা ছিল প্রত্যেক বক্তা এমনকি প্রিন্সিপ্যাল রিয়াজউদ্দিন আহমদের নিজের কথা, তা হলো, কলেজটির সরকারীকরণের প্রচেষ্টা চালানো। কলেজে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রী। পরীক্ষায় কলেজের চমৎকার ফলাফল নিয়মিত বাৎসরিক ঘটনা হয়ে উঠেছে। বিশেষতঃ বিজ্ঞান বিভাগে এইচ এস সি ও ডিগ্রি পর্যায়ে কলেজের ফলাফল তো যে কোন বিবেচনায়ই অনন্যসাধারণ। কিন্তু এরপরও কলেজটির আর্থিক অবস্থা দিনদিন খারাপ হয়ে চলেছে। আর্থিক দীনদশা ছাড়াও কলেজের রয়েছে আরো নানা সমস্যা। এলাকাবাসী এবং কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সবাই মনে করেন সরকারীকরণ না হলে কলেজটি অস্তিত্ব-সংকটের মুখোমুখি হয়ে উঠবে অচিরে।

স্কুল-কলেজের সরকারীকরণ এখন আর সাধারণভাবে কেউ ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত বলে মনে করেন না। বরং নানা সূত্র থেকে আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত বাদ দিলে দেশের সব বেসরকারী স্কুল-কলেজেরই চেষ্টা ও লক্ষ্য সরকারীকরণ প্রক্রিয়ার অংশে পরিণত হওয়া। সোজা ভাষায় সরকারী স্কুল বা কলেজ হওয়া। ঘটনাচক্রে ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ কলেজে গিয়ে এই বিষয়টিই বিশেষভাবে অবহিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া গেছে।

সময়ের ধারায় কেন দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সরকারী কলেজ হওয়ার এই চেষ্টা? এই লক্ষ্য? কেনই বা আগে স্কুল-কলেজের সরকারীকরণ প্রচেষ্টার পেছনে চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করা হত? দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাবে এইটুকু বলা যায়, তখনকার ঔপনেবেশিক শাসনব্যবস্থায় শিক্ষা পরিবেশ কুক্ষিগত করার এবং শিক্ষার নামে সরকারী কলেজে কতক ক্ষেত্রে ঔপনেবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিপোষণের যে পরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালু ছিল তা সঙ্গত কারণেই দেশের সচেতন শিক্ষিত সমাজ এবং ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সম্প্রদায় সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। বিশেষতঃ আইয়ুব আমল থেকে শুরু করে স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে পর্যন্ত সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের কোন কোনটি নানাভাবে শিক্ষার স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার ভাবমূর্তিকে যেভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে তা স্বাধীন জাতির উপযোগী শিক্ষা-মূল্যবোধ অস্বীকারেরই নামান্তর ছিল। অনেকটা সেই কারণেই সরকারীকরণ প্রচেষ্টাকে সন্দেহ করা হত বললে অত্যুক্তি হয় না। সময়ের ধারায় সরকারীকরণ প্রচেষ্টা স্বীকৃত ও গৃহীত হওয়ার যা মূল প্রেক্ষাপট তা হচ্ছে, বেসরকারী স্কুল-কলেজগুলির ভয়াবহ আর্থিক সংকট। দরিদ্র দেশের সরকারও সামর্থ্যের দিক দিয়ে নানা সীমাবদ্ধতার অধীন, ইচ্ছা করলেই দেশের বিভিন্ন কলেজের (বেসরকারী) সরকারীকরণের দাবী মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি এইসব বেসরকারী কলেজই বা কি করবে? সবকিছুর দাম বেড়েছে সাতগুণ দশ গুণ, বাড়ছে না শুধু শিক্ষকের মাইনে সেই অনুপাতে, বাড়ানো যাচ্ছে না ছাত্রের ফী,—তাহলে? বস্তুতঃ শিক্ষাঙ্গনে এই উভয়-সংকট বিরাজমান। আমরা মনে করি শিক্ষার স্বার্থে ইতিবাচক একটা কোনো ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষার স্বার্থ বলতে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখার স্বার্থই বুঝায়। কাজেই বিষয়টি কোনোভাবেই উপেক্ষা করার বা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।